পূর্বাশার আলো

cÖKbvq BAviwcBAviG
cÖÍ, †Kv÷ Uªv÷

COAST Coastal Association for Social Transformation Trust

unicef

অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ, 17Zম সংস্করণ, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, ইউরক, কক্সবাজার।

মায়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় গ্রহণকারী রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের জন্য সুরক্ষিত ও প্রাণোচ্ছল পরিবেশ নিশ্চিত করণ প্রকল্প বিগত ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কোস্ট ট্রাস্ট সংস্থা কাজ করছে। বর্তমানে প্রকল্প কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হয়েছে রোহিঙ্গা আগমণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জনগোষ্ঠিদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে।

দারিদ্র বিমোচন: কিভাবে এবং কোথায় উপস্থাপন করা যায়?

একটি উল্লেখযোগ্য টেকসই লক্ষ অর্জনের জন্য দারিদ্র বিমোচনের একটি বড় সমস্যা রয়েছে। দারিদ্র সম্পর্কে সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা ড়গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইআরপিইআরএ প্রকল্পটি দারিদ্র দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক দিবসটি ২০১৯ সালের ১ অক্টোবর রত্না পালং, জালিয়া পালং এবং টেকনাফ তিনটি ইউনিয়নের মধ্যে দিবসটি পালন করা হয়।

প্রতিপাদ্য: " কিশোর-কিশোরীরা তাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্রের অবসান ঘটানোর জন্য একসাথে কাজ করা " ।

জালিয়াপালং এমপিসি কর্তৃক আয়োজিত র‌্যালীর একটি মুহূর্ত।
ছবি: ইকবাল মোশারফ হোসেন (এমপিসি এসিস্ট্যান্ট সুপারভাইজার)।

এমপিসি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যবৃন্দ, কিশোর- কিশোরী, প্রোগ্রাম অফিসারসহ এমপিসির সকল সদস্য সভায় আলোচনা এবং সমাবেশ এ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই দিবসটির মাধ্যমে আমার দারিদ্র সাথে যারা বসবাস করছে সেই মানুষগুলোর মানবাধিকার এবং মর্যাদার প্রতি সম্মান জানাতে সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করে বৃহত্তর অংশগ্রহণ এর মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। এখানে কিশোর-কিশোরীরা দারিদ্রতা কাটিয়ে উঠতে তাদের ব্যক্তিগত দৈনিক সংগ্রাম থেকে প্রাপ্ত মূল্যবান জ্ঞান ভাগ করে নেওয়া এবং সেটা প্রয়োগের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

রুহুল্লার ডেবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জ্যোতি বড়ুয়া বলেন, যে কোন দারিদ্রতা হ্রাস কর্মসূচী বা প্রকল্পগুলো তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুসারে হওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন, কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক যে বহুমুখী কেন্দ্র পরিচালনা করছে এবং সেখানে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমেএলাকার কিশোর-কিশোরীদের দারিদ্র বিমোচনের চেষ্টা করছে। এটি সত্যিই খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

অস্ট্রেলিয়ান নেটকমের এমপিসি পরিদর্শন

অস্ট্রেলিয়ান নেটকমের একটি প্রতিনিধি দল এবং ইউনিসেফ ঢাকা অফিসের কমিউনিকেশন অফিসার ইআরপিইআরএ প্রকল্পের অধিন ক্যাম্প- ১৪ এর একটি এমপিসি পরিদর্শন করেন। এ প্রকল্পটি ইউনিসেফের সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিনিধি দলটি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক চাহিদা এবং আশ্রয়দাতা হিসাবে বাংলাদেশ যে সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে বাংলাদেশ সফরে আসেন। উষ্ণ অভ্যর্থনার পরে অতিথিগণ এমপিসির কিশোরীদের একটি দলের সদস্যদের সাথে এমপিসিতে চলমান কার্যক্রম নিয়ে কথা বলেন। তাদের কাছে জানতে চান এখানে আসার সময় কোন ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে কিনা, তাদের বাবা-মা বা স্বামীরা তাদের আসতে দেয় কিনা, তারা তাদের পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ উপভোগ করছে কিনা ইত্যাদি।

অস্ট্রেলিয়ান নেকটম প্রতিনিধি দলের সাথে কিশোরীদের আনন্দঘন একটি মুহূর্ত। ছবি: তাজুল ইসলাম (প্রজেক্ট ম্যানেজার)

এমপিসির অন্যতম আকর্ষণ হল স্যানিটারি প্যাড প্রস্তুতকরণ যা একই সাথে কিশোরীদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ এবং তাদের স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখতে সহায়তা করে। কিশোরীদের সাথে কথা বলে ক্যারেন খুব উচ্ছাসিত মেজাজে তার অভিমত প্রকাশ করেন- "তারা অসাধারণ কাজ করে যাচ্ছে, দিনে দিনে তারা উন্নতি করবে"।

ইউনিসেফের কমিউনিকেশন অফিসার কেটি ক্লেফকার কিশোরীদের সাথে কথা বলে খুব সন্তুষ্ট হন এবং একজন চৌকশ কিশোরী সম্পর্কে মন্তব্য বলেন, "একদিন সে তার দেশ পরিচালনা করবে এবং তার বাবা-মাকে গর্বিত করবে"।

এমপিসি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়তা দেয়ায় কোস্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ইউনিসেফের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।

সচেতনতা বৃদ্ধিতে কানেকশান মডিউল প্রশিক্ষণ

নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কোষ্ট ট্রাষ্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প বিভিন্ন ক্যাম্পে পিতা- মাতা এবং তাদের সন্তানদের নিয়ে যোগসুত্র স্থাপন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। তিনদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন বিষয় যেমন- বয়ঃসন্ধিকালে মেয়ে ও ছেলেদের পরিবর্তনসমূহ, মাসিক চক্র, প্রজনন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও যৌন সম্পর্ক, গর্ভরোধক ও পরিবার পরিকল্পনা, অনিরাপদ যৌনমিলন, অপরিকল্পিত গর্ভধারণ, নিরাপত্তা ও যৌনস্বাস্থ্য, মাদক, জেন্ডার ও অধিকার, মহিলা ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন, শ্রদ্ধাশীল সম্পর্ক, ইতিবাচক অভিভাবকত্ব, নিরাপদ কমিউনিটি ঃ পরিবর্তনের জন্য কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে পিতা-মাতা ও তাদের সন্তানদের মাঝে সচেতনতা তৈরী করা।

আউটরিচ ওয়ার্কার কর্তৃক কানেকশান মডিউল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের একটি স্থিরচিত্র। ছবি: সংগ্রহিত

প্রশিক্ষণটি বাবা- ছেলে এবং মা- মেয়েদের নিয়ে আলাদা ভাবে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এতে করে বাবা- ছেলে এবং মা- মেয়েদের মধ্যকার সম্পর্ক আরো দৃঢ় হয়। অক্টোবর- ১৯ এ কোষ্ট ট্রাষ্ট শিশু সুরক্ষা প্রকল্প ৬টি ক্যাম্পে মোট ৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে।

সুন্দর ভবিষ্যৎ ও ভাল থাকা নিশ্চিত করতে

হাসিনা (১৭) একজন রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরী যে রাখাইনের মংডুতে নিজের ভাই বোনদের সাথে বেড়ে উঠেছিল। তার বাবা ছিলেন একজন কৃষক যে পরিবারের দেখাশোনা করতেন। তাদের কোন নিজস্ব জমি বা গবাদিপশু ছিল না কিন্তু জীবন ছিল শান্তিপূর্ণ। যখন মায়ানমার সেনাবাহিনী তাদের গ্রামে আক্রমন করে তখন সে তার বাবা মা কে হারিয়ে ফেলে এবং কোনক্রমে নিজে পালাতে সক্ষম হয় ও দুই বোনদের নিয়ে সে আত্মীয়ের গৃহে আশ্রয় নেয় যেখানে যৌন হয়রানির শিকার হয়। তারপর সে আশ্রয় হারায় এবং বিষন্নতায় পতিত হয়।

ক্যাম্প- ২২ এ মনো সামাজিক সহায়তা নিচ্ছেন একজন কিশোরী। ছবি: মুবিনুল ইসলাম (মাঠ সমন্বয়কারী)

সৌভাগ্যক্রমে কোস্ট ট্রাস্ট পরিবার তার কেইস নেয় এবং আইওএমের কাছে রেফার করে যার ফলে তার বাসস্থান ও ফুড কার্ডের ব্যবস্থা হয়। আমাদের মনোসামাজিক সহায়ক তাকে কাউন্সিলিং সেবা দিচ্ছে এবং সে জীবন দক্ষতা সেশনেও অংশগ্রহণ করছে। সে বলে, "বহুমুখী কেন্দ্রে আসলে নিরাপদ ও সুখীবোধ করি"। সে আশা করে বহুমুখী কেন্দ্র থেকে সে অনেক কিছু শিখতে পারবে যা তাকে সুখী জীবন যাপনে সহায়তা করবে।

কার্যক্রম হালনাগাদ- অক্টোবর ২০১৯
তৃতীয় ধাপ(অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর, ২০১৯)

কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
পিসিসি সভা	৫০	৫০
সিবিসিপিসিসি সভা	২১	২১
ধর্মীয় সভা	২৪	২৪
চায়ের দোকানে সভা	১০	১০
যোগসূত্র মডিউল প্রশিক্ষণ	৫০	৫০
সংলাপ	৩	৩
এমপিসি ব্যবস্থাপনা কমিটি মাসিক সভা(স্থানীয়)	৩	৩
ডিআরআর প্রশিক্ষণ	২	২
দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২	২
পিএসএস টার্গেট কিশোর-কিশোরী	১৬৬	১৬৬
কেইস ম্যানেজমেন্ট সেবা	১৮	১৮
আর্ন্তজাতিক দিবস উদযাপন (স্থানীয়)	১	১
চারা রোপণ	৩৫০০	৩৫০০

পৃথিবী টিকিয়ে রাখতে বৃক্ষরোপণ

গাছ কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে বাতাস পরিশুদ্ধ করে, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, মাটি সংরক্ষণ করে এবং সার্বিকভাবে সকল জীবের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ বসবাস নিশ্চিত করে।

স্কুল শিক্ষার্থীরা তাদের হাতে গাছের চারা পেয়ে খুশি। ছবি: তৌহিদা তাবাচ্ছুম (পিও- সিএম ও পিএসএস)

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের ফলে আবাসস্থল, রাস্তা নির্মাণসহ বিভিন্ন কাজে উখিয়া টেকনাফ অঞ্চলে ব্যপক হারে বৃক্ষ নিধন হয় যা এই অঞ্চলের পরিবেশকে আরও বিপদাপন্ন করে তোলে। এই বৃহৎ ক্ষতির আংশিক পূরণের জন্য কোস্ট ট্রাস্ট ইআরপিইআরএ স্থানীয় সম্প্রদায়ের কিছু অংশে বৃক্ষরোপণ ও বিতরণ কর্মসূচীর সূচনা করে। রুহুল্লার ডেবা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাইতুল শরীফ কমপ্লেক্স, নিদানিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বাতামতলী ইবতাদেয়া মাদ্রাসায় প্রায় ১৮০০ গাছের চারা বিতরণ করা হয়। উক্ত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকবৃন্দ এবং কমিটির সদস্যগণ আমাদের কার্যক্রমের ব্যপক প্রশংসা করেন। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার্থীরাও গাছের চারা পেয়ে আনন্দিত এবং উচ্ছ্বাসিত ছিল। তারা চারা গুলোর যত্ন নেবার এবং ভবিষ্যতে আরও গাছ লাগানোর প্রতিজ্ঞা করে।

ক্যাম্প- ৮-ই এ জীবন দক্ষতার উপর প্রাক- পরীক্ষার পূর্বে ইউনিসেফ টিমের সাথে কিশোরদের আলোচনার একটি স্থিরচিত্র।
ছবি: মোহাম্মদ আলম (এমপিসি সুপারভাইজার)

জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রি-টেস্ট

২১ শে অক্টোবরে একটি জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রাক- পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ক্যাম্প ৮-ই এর বহুমুখী কেন্দ্রে দু'জন ইউনিসেফ প্রতিনিধি এ্যান ম্যারি আকিকি(এডোলেসেন্ট স্পেশালিস্ট, ইউনিসেফ) এবং সঞ্চিতা সুলতানা (প্রোগ্রাম অফিসার, পিএমআর, ইউনিসেফ) এর নেতৃত্বে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক- পরীক্ষাটি ইউনিসেফের নির্দেশক্রমে কোবো ফর্ম ব্যবহার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এই পরীক্ষাটি নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল কিশোর- কিশোরীদের বোধগোম্যতার নূন্যতম মানদন্ড নির্ধারণ করা যা নিকট ভবিষ্যতে তাদের দক্ষতা নির্ধারণে সহায়তা করবে। এই প্রাক- পরীক্ষায় নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলা হয়। ২২০ জন কিশোর- কিশোরীর (ছেলে ১০০ ও মেয়ে ১২০ জন) মধ্যে ৬ জন ছেলে এবং ৬ জন মেয়েকে প্রাক- পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রাক- পরীক্ষাটি একের পর এক সময়সূচী অনুযায়ী হয়। প্রশ্নগুলো ট্যাবে কোবোতে ছিল। এছাড়াও প্রতিনিধিগণ বহুমুখী কেন্দ্রের নিয়মিত সেশন ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং ব্যপক প্রশংসা করেন।

মোঃ তাজুল ইসলাম,
প্রকল্প ব্যবস্থাপক,
ইআরপিইআরএ
মোবাইল: ০১৭০৮ ১২০৪১৮
ইমেইল: tajul.coast@gmail.com